"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বুদ্ধি খুশীতে সর্বদা ভরপুর হওয়া উচিত কেননা তোমরা এখন বাবার সমান মাস্টার নলেজফুল হয়েছো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য কিসের আধারে সমৃদ্ধশালী (মালামাল) হচ্ছো?

*উত্তরঃ - সঙ্গমে তোমরা ডায়রেক্ট বাবাকে নিজের সবকিছু দিয়ে থাকো। সবকিছু বাবাকে দিয়ে তার রিটার্নে তোমরা ২১ জন্মের জন্য মালামাল হয়ে যাও। বাবা বলছেন এইসময় তোমাদের কাছে যেসব খারাপ জিনিস আছে, সেইসব আমাকে দিয়ে দাও, মৃত্যুর আগে নিজের সবকিছু ট্রান্সফার করে দাও তো ভবিষ্যতে তার রিটার্ন পেয়ে যাবে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । শালগ্রামদের প্রতি শিব ভগবানুবাচ। আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক বাবা বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখানে আমাদেরকে আত্মা মনে করে বসতে হবে, নাকি শরীর। সমগ্র দুনিয়াতে এমনও একজন মানুষ নেই যে এটা বুঝবে যে আত্মা কি জিনিস! আত্মাকেই জানে না তো পরমাত্মাকে কি করে বুঝবে? বাবার দ্বারাই আত্মার বিষয়ে বোধ আসে। আত্মা আর পরমাত্মাকে না জানার কারণে মানুষ এত দুঃখী হয়ে গেছে। এখন বাচ্চারা তোমরা এটা জেনে গেছো যে এই ড্রামার অথবা কল্পবৃক্ষের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। এটা তো বুঝতে পারো যে জাগতিক উদ্ভিদের বীজ যদি চৈতন্য হত, তাহলে বলতো যে আমার থেকে অর্থাৎ বীজের থেকে বৃক্ষ এই ভাবে জন্ম নিয়েছে। এখন সেটা তো হল জড় আর এটা হলো চৈতন্য রূপে একটাই মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি বৃক্ষ। বাচ্চারা এখন তোমাদের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। যেরকম বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান থাকে। এই বাবা হলেন চৈতন্য বীজরূপ, গাইতেও থাকে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। নিরাকারের মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁর মহিমা সবার থেকে একদমই আলাদা। সাধারণ মানুষ তো কিছুই জানেনা। যদিও দেবতাদের এই উত্তরাধিকার এখান থেকেই প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেখানে তাদের এই জ্ঞান স্মরণে থাকে না। আশ্চর্যের কথা তাই না। এখানে এখন তোমাদের সমগ্র জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। বুদ্ধিতে নলেজ আছে - এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বাবা এসে নতুন রাজধানী স্থাপন করছেন। তোমরা হলে ড্রামার অ্যাক্টর্স। কেবল তোমাদের মধ্যেই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত, রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান আছে, এছাড়া অন্য কারো কাছে নেই। না শূদ্র বর্ণের কাছে এই জ্ঞান আছে আর না দেবতা বর্ণের কাছে এই জ্ঞান আছে। কেউ শুনলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ বলে যে এই পার্বন ইত্যাদি যা কিছু পালিত হয়, তা পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন সত্যযুগে তো এসব হয় না। পার্বন সম্বন্ধে কেউ কিছু জানবে না। এখন তো বলে যে দশহরা, দীপাবলী ইত্যাদি পর্ব আসছে। সেখানে তো এসব কিছুই স্মরণে থাকে না। একদম নিশ্চিন্ত হয়ে রাজ্য করতে থাকে।

এখন এখানে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তোমরা হলে অ্যাক্টর্স। এই ড্রামার ক্রিয়েটার, ডায়রেক্টার, মুখ্য অ্যাক্টর্স, ডিউরেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছো। এই জ্ঞান যার বুদ্ধিতে থাকবে, সে অপার খুশীতে থাকবে। গড় ফাদারকেই নলেজফুল জ্ঞান সাগর বলা হয়। কোন্ নলেজ আছে? তোমরা ছাড়া এটা আর কেউ বুঝতে পারবে না। গডকেই নলেজফুল, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটি বলা হয়। তাহলে নলেজ কার? সকল বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের। শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই। সেটা হলই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র, কেবল পূজা করতে থাকে। এছাড়া রচয়িতা আর রচনার নলেজ কিছুই নেই। তাই তো ঋষি-মুনি প্রমুখ বলে যে আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না। বোঝাচ্ছেন এক বাবা-ই। তাহলে তারা আর কোথা থেকে জানবে? এখন তোমরা বাবার থেকে শুনছো পুনরায় এই জ্ঞান প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানে না। তোমাদের কত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তাই বাচ্চারা তোমাদের কতোইনা খুশী হওয়া উচিত ! সাধারণ মানুষ ডাক্তারী ইত্যাদি পড়ার জন্য বা শেখার জন্য বিদেশে যায়। তোমাদেরকে তো এখানে এমনভাবে তৈরী করছেন যে সেখানে এই ডাক্তার ইত্যাদি থাকবেই না। অসীম জগতের বাবা, যিনি হলেন নলেজফুল, তাঁর দ্বারা আমরা সবকিছু জেনে যাই। আমরা হলাম তাঁর সন্তান। তাই এই জ্ঞানের দ্বারা মগজ (বুদ্ধি) কতোই না ভরপুর থাকা উচিত । কতো খুশী হওয়া উচিত। এমন কোনো জিনিস নেই, যেটা আমরা জানি না। লৌকিক দুনিয়ায় মানুষ কতো কি পড়ে, সেসব তো কিছুই নয়। ভক্তি মার্গের শাস্ত্র ইত্যাদি কতো পড়তে থাকে! কিন্তু এটা তো কিছুই জানে না যে এই

সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়? বাচ্চারা তোমরা এখন মাস্টার নলেজফুল হচ্ছ। সংক্ষিপ্ত আকারে তো সবকিছু জেনে গেছো। বাকি কেবল আত্মা, যেটা তমোপ্রধান আছে, সেটাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। কেউ কেউ আছে যারা তমোপ্রধান থেকে তমঃ হয়েছে, কেউ আবার তমঃ থেকে রজঃ হয়েছে, আবার কেউ রজঃ থেকে সতঃ হয়ে গেছে। সতোপ্রধান বলা হবে না। সতোপ্রধান যখন হয়ে যাবে তখন নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা এসে যাবে, তারপর তো নতুন দুনিয়া চাই রাজ্য করার জন্য, এইজন্য পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। যখন এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সমগ্র দুনিয়ার আহুতি হবে। এই পড়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে পুনরায় নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। যেরকম সেখানে পরীক্ষায় পাশ করে অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হয়ে যায়, তোমরাও মৃত্যুলোক থেকে ট্রান্সফার হয়ে অমরলোকে চলে যাবে। আমরা অমরলোকে ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে নিতে মৃত্যুলোকে এসে গেছি। তোমরা বলবে যে আমরা এখন পড়াশোনা করছি, পুনরায় অমরলোকে গিয়ে দেবী-দেবতা হব। বাবা-ই মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। পতিতদেরকে পাবন দেবী-দেবতা কে বানাবেন? দেবতা তো এখানে কোথাও নেই, যে নিজের মতো দেবী-দেবতা বানাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো চাই, তাই না। তারা তো এখানে নেই। বাচ্চারা তোমরা জানো যে এইসময় বাবা-ই এসে পড়াচ্ছেন। স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করছেন। স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তাই না। এনাদের এই রাজ্য কে স্থাপন করেছেন? হেভেনলি গড ফাদার-ই প্যারাডাইজ্ সত্যযুগ স্থাপন করেছিলেন, যেখানে দেবী-দেবতারা রাজ্য করতো। সেখানে দ্বিতীয় কোনো খণ্ড ছিলোনা। এক ভারত ছিল। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - আমরা যখন রাজ্য করবো তখন অন্য কেউ থাকবে না। তোমদের বুদ্ধিতে সমগ্র কল্পবৃক্ষের জ্ঞান আছে, এই বৃক্ষের বীজ উপরে আছে। তিনি হলেন সৎ, চৈতন্য স্বরূপ। আত্মাও হল ইম্প্যারিশেবল্ (অবিনাশী)। বাবাও হলেন ইম্প্যারিশেবল্ (অবিনাশী)। বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে সেটা তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন। সমগ্র বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, বাবা উপরে আছেন। এইসময় সকল মানুষ হল তমোপ্রধান কাঁটা। বৃক্ষ পুরানো হলে যেরকম শুকিয়ে যায় এইজন্য একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। সেখানে হবে ফুলের বাগান। বাগানের মালীও আছেন, কাকে মাঝি, কাকে বাগানের পরিচারক, কাকে মালী বলে। বাবা হলেন নৌকার মাঝি। তোমরাও নৌকা চালানো শিখছো। প্রত্যেকেরই নৌকা অনেক পুরানো হয়ে গেছে। নৌকা আত্মা আর শরীর দুইএরই তৈরী আছে। গাইতেও থাকে - আমার নৌকা পারে নিয়ে চলো। এখন নৌকাও পুরানো তো শরীরও পুরানো। এখন পার কিকরে হবে, আর কোথায় যাবে? তোমরা জানো যে পার কাকে বলা হয়, মুক্তিধাম, জীবন্মুক্তি ধাম কি জিনিস! অবশ্যই বাবা এখন ওপারে নিয়ে যাচ্ছেন, দুঃখধাম থেকে সুখধাম অথবা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা কেবল গাইতে থাকে আমার নৌকা পারে নিয়ে চলো, বাগানের মালি এসো, কাঁটাদেরকে ফুল বানাও। তোমরাও প্রথমে জানতে না। এখন মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত সব রহস্য তোমরা জেনে গেছো। যে জানে সে-ই শোনায়। অন্তরে জ্ঞানের চিন্তন চললে সর্বদাই খুশীতে থাকবে। চিন্তার কোনও কথাই নেই, সবরকমের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও।

তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, এখন আমরা বাবার মতো তৈরী হচ্ছি। বাচ্চারা বাবার সমান হয়, তাই না। বাবা হলেন নলেজফুল, তোমাদেরকেও নলেজফুল বানিয়েছেন। আত্মাদের কানেকশন আছেই পরমাত্মা বাবার সাথে। আত্মা বলে যে বাবার মধ্যে যে নলেজ আছে, সেটাই বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে প্রদান করছেন। তোমরা হলে আত্মিক বাবার আত্মিক বাচ্চা। এটাও হল নতুন কথা, তাই না। বাবা ব্যতীত এইসব কথা আর কেউ শোনাতে পারবে না। সেই নিরাকার বাবা-ই সাকারের আধারে শোনাচ্ছেন। না হলে তো তোমরা শুনতে পেতে না। বাচ্চাদেরকে বাবা নিজের সমান বানাচ্ছেন। এই বাবা-ই হলেন দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা। তাঁর যাকিছু মহিমা আছে, সেসব হল তোমাদেরও, কোনও পার্থক্য নেই। এছাড়া আর কি পার্থক্য থাকতে পারে? আমি জন্ম-মরণে আসিনা, তোমরা জনম-মরণে আসো। আমাকে জ্ঞান সাগর বলা হয় তাই আমি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছি। আমি হলাম সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর, শান্তির সাগর, তো তোমাদেরকেও এর উত্তরাধিকার প্রদান করছি।

তোমরা জানো যে এই সমগ্র চক্র পুনরায় ৫ হাজার বছর পর পুনরাবৃত্তি হবে। এই নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম্ (উপার্জনের উৎস)। যত বেশী পড়াশোনা করবে, ততই নলেজ থেকে ইনকাম হতে থাকবে। এটা যেমন নলেজও তেমনই ধান্দাও। ঋণদাতারা টাকা-পয়সার ঋণ দেয়, আর তোমরা কি দাও? নোংরা-আবর্জনা। মৃত্যুর পর করণীঘোর ব্রাহ্মণকে শবদেহের ব্যবহৃত নোংরা বস্তুই প্রদান করে। আর তোমাদেরকে তো জীবিত অবস্থাতেই তা দিতে হবে। ঈশ্বরার্থে প্রদান করে। এবার বলো ঈশ্বরকে কেউ পুরানো খাটিয়া ইত্যাদি দেবে? বাবা বলছেন তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই সব দিয়ে দাও। এইসব পুরানো জিনিস তোমাদের কোনও কাজে আসবে না। যদি কেউ অনেক ধনবান হয়ও কিন্তু কতদিনের জন্য হবে? এক জন্মের জন্য, পুনরায় কর্ম অনুসারে জানিনা কোথায় গিয়ে জন্ম নেবে। তোমরা তো পুরুষার্থ অনুসারে বাবার থেকে

২১ জন্মের জন্য গ্রহণ করছো।

এটা হল আত্মিক সার্ভিস। সমগ্র দুনিয়া শরীরের দ্বারা কৃত সার্ভিসকেই জানে। আত্মিকতাকে কেউ জানেই না। সুপ্রীম আত্মাই এসে নলেজ প্রদান করেন। এই সুপ্রীম আত্মার জন্মদিনও পালন করে। তাঁকেই সুখের সাগর, শান্তির সাগর, দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা বলা হয়। তাঁর নাম হল শিব তাই না। জয়ন্তীও পালন করে। কিন্তু বুদ্ধিতে কিছু নেই। বাবা-ই এইসব রহস্য শোনাচ্ছেন। পুনরায় ৫ হাজার বছর পর শোনাবেন। এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকবে না কেননা সেখানে সকলেই হল সতোপ্রধান। জ্ঞানের দ্বারাই তার সতোপ্রধান হয়। এটা হল নতুন কথা, তাই না। যারা মন্দির নির্মাণ করে তারাও এটা জানে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির আমরা কেন তৈরী করছি? তাদেরকে এই রাজ্য কে দিয়েছেন? তারা কিভাবে এই পদ পেয়েছেন? বলা হয় যে কর্মের ফল। এখন বাবা বসে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতির রহস্য বোঝাচ্ছেন। তারাও এই জ্ঞান শুনেছেন নিশ্চই। এ হলই ভগবানুবাচ - গীতার দ্বারাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। সেখানে অনেক অল্প মানুষ থাকে। তাহলে এই পুরানো সৃষ্টি কোথায় যায়? অবশ্যই বিনাশ হয়ে যায়। মহাভারতের যুদ্ধও গাওয়া হয়ে থাকে। গিরিধর কবিরাজ বলে থাকে। এখন গিরিধর তো বলা হয় শ্রীকৃষ্ণকে। কবি কে? শিববাবাকে কবি বলা হয়। কবি অর্থাৎ বক্তা।

তোমরা জানো যে বিপর্যয় ইত্যাদি অনেক আসবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য কতো কি না তৈরী করছে। এটা হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ, যখন ভগবান এসে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেন। ভগবান যজ্ঞ কেন রচনা করেন? যজ্ঞ রচনা করাই হয় সুখ-শান্তির জন্য। বাবা হলেন সকলের দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা। তো এই জ্ঞান যজ্ঞে সমগ্র পুরানো সৃষ্টি স্বাহা হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম যজ্ঞের সার্ভেন্ট। আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম ব্রহ্মার সত্যিকারের মুখ বংশাবলী, তো বাবা যাকিছু মুখ থেকে বলেন সেসব মানতে হবে। শ্রী শ্রী শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারাই আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে, রুদ্রের মালা দানা হবো। গ্রুপ বানাতে থাকে - বাসবানী গ্রুপ, কৃপালাণী গ্রুপ...। তো উপরে হলেন শিববাবা, তাঁর হল নিরাকারী গ্রুপ। নিরাকারী গ্রুপ থেকে আবার সাকারী গ্রুপ হয়। প্রথম নম্বরে হল প্রজাপিতা। তো সেটা হল শারীরিক, আর এটা হল আত্মিক। আত্মিক বাবা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত করেন। তাঁকে আহ্বান করে বলে যে হে পতিত-পাবন এসো। পুরানো পতিত দুনিয়াকে পাবন বানাতে এসো। নতুন করে তৈরী করেন না। প্রলয় হয় না। তো এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপিট হয়। ৮৪ র চক্র পুনরায় শুরু হয়। অসীম জগতের বাবার দ্বারা অসীমের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবাকে সবাই স্মরণ করে - হে ভগবান, বলে থাকে। হে ঈশ্বর, হে প্রভু বললে কোনও চিত্র স্মরণে আসেনা। নিরাকার স্মরণে আসে। বলেও থাকেন যে - ভগবানকে স্মরণ করো। তিনি হলেন ফাদার, তাই না। আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। আত্মাদের জন্যই বলা হয় সবাই হল ব্রাদার্স। সবাই আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা, হে লিবারেটর (মুক্তিদাতা) এসো, আমাদেরকে গাইড করো। নিজেদের বাড়ি ভুলে গেছি। স্মরণে আছে কিন্তু আমরা যেতে পারি না। যোগ লাগানো অর্থাৎ আগুনে ঘি দেওয়া। আত্মা হল অবিনাশী তাই না। তো আত্মার জ্যোতি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় না। তাই এখন যোগবলের ঘৃত প্রদান করতে হবে। তাহলে সদাকালের জন্য দীপমালা, আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে। দীপমালা অর্থাৎ প্রতি ঘরে আলোর সম্ভার। তো দীপমালা কোথায় হবে? সত্যযুগে। এখানে নয়। এইসব রহস্য তোমরাই বুঝতে পারো, তোমাদের মধ্যে অন্ধশ্রদ্ধা নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) চিন্তা মুক্ত হওয়ার জন্য বাবার সমান নলেজফুল হতে হবে। বুদ্ধিতে সদা জ্ঞানের চিন্তন করতে হবে।

২) আত্মিক সেবা করে নিজের প্রালব্ধ বানাতে হবে। পুরানো সবকিছু ট্রান্সফার করে দিতে হবে।

বরদানঃ- সকলের প্রতি শুভ কল্যাণের ভাবনা রেখে পরিবর্তনকারী অসীম জগতের সেবাধারী ভব

বেশীরভাগ বাচ্চারা বাপদাদার সামনে নিজের এই আশা রাখে যে আমার অমুক সম্বন্ধী পরিবর্তন হয়ে যাবে। ঘরের অন্যান্য সদস্যরা সাথী হয়ে যায়, কিন্তু কেবল সেই আত্মাদেরকে নিজের মনে করে এই আশা রাখলে লৌকিকতার কারণে তোমাদের শুভ কল্যাণের ভাবনা সেই আত্মাদের কাছে পৌঁছায় না। অসীম জগতের সেবাধারী সকলের প্রতি আত্মিক ভাব বা অসীম জগতের আত্মিক দৃষ্টি, ভাই-ভাই এর সম্বন্ধের

বৃত্তির দ্বারা শুভ ভাবনা রাখে তো তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় - এটাই হলো মন্সা সেবার যথার্থ বিধি।

স্লোগানঃ- জ্ঞান রূপী বাণগুলিকে বুদ্ধি রূপী তূণীরে (বা তরকসে) ভরে মায়াকে চ্যালেঞ্জকারীই হল মহাবীর যোদ্ধা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;